দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 05 SEP 1985
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

সমস্যার আবর্তে কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ॥ লেখাপড়া বিঘ্নিত

জরাজীর্ণ ও ভগ্ন স্কুলগৃহ মেরামতের ব্যবস্থা না করা, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের অভাব, শিক্ষক স্বল্পতা, একশ্রেণীর শিক্ষকের কর্তব্যে অবহেলা, দীর্ঘদিনেও সরকারীকরণ না করা ইত্যাদি কারণে বিভিন্ন এলাকার শত-শত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে। খবর ইত্তেফাক সংবাদদাতাদের।

নেত্রকোনা ঃ নেত্রকোনা জেলার প্রাথমিক স্কুলগুলির অবস্থা খুবই করুণ। গত বছরের ভয়াবহ বন্যায় জেলার ১০টি উপ জেলার ৯৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্পূর্ণ এবং ৬৭টি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত অধিকাংশ বিদ্যালয় আজও মেরামতের ব্যবস্থা হয় নাই। জেলার ৬২৬টি সরকারী ও ১৫৭টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে অধিকাংশ বিদ্যালয়গৃহ জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। অনেক স্কুলগৃহের দরজা জানালা নাই। কোন-কোন স্কুলগৃহে ফাটল ধরিয়াছে। প্রায় প্রতিটি স্কুলেই প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের অভাব রহিয়াছে। সমগ্র জেলায় প্রাথমিক শিক্ষকের ৭৯টি পদ খালি রহিয়াছে। বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর শিক্ষক যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করেন না বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। ইহাছাড়া শিক্ষা উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি, অভিভাবকদের আর্থিক সংকট ইত্যাদি কারণে জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দিন-দিন কমিয়া যাইতেছে।

দাউদকান্দি ঃ দাউদকান্দি, দেবীদ্বার, হোমনা, চান্দিনা ও মুরাদনগর উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ নানা সমস্যায় জর্জরিত। এই সকল উপজেলার কোন-কোন বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দাউদকান্দি উপজেলার উজিয়ারা, কল্যাণপুর, ধনেশ্বর ও শ্রীরায়েরচর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিহ্নও টিকিয়া নাই। বাওরখলা উত্তর, খিরাচক, সেননগর, সাগরফেনা চররাজাপুর, দরিকান্দি দক্ষিণ প্রভৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা খুবই করুণ। জামলিকান্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি যে কোন মুহূর্তে ধসিয়া পড়ার আশংকা রহিয়াছে। শতকরা ৯৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়েই প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নাই। দাউদকান্দি উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ১৪টি প্রধান শিক্ষকের পদ এবং ৪৬টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে।

দেবীদ্বার উপজেলার বল্লবপুর ও শুভপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চালা নাই। বৈশেরকোট, ধামতী উত্তর ও মোহাম্মদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদ যে কোন মুহূর্তে ধসিয়া যাওয়ার আশংকা রহিয়াছে। দেবীদ্বার উপজেলায় ৪টি প্রধান শিক্ষিকের পদ ও ৬টি সহকারী শিক্ষকের পদ ও দু'টি সহকারী শিক্ষা অফিসারের পদ শূন্য রহিয়াছে। দাউদকান্দি ও দেবীদ্বার উপজেলায় ৩৬টি রেজিষ্ট্রেশনকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় দীর্ঘদিনেও সরকারীকরণ করা হয় নাই।

পার্বতীপুর (দিনাজপুর) ঃ পার্বতীপুর, চিরিরবন্দর, ফুলবাড়ী, বিরামপুর, হাকিমপুর, নবাবগঞ্জ ও ঘোড়াঘাট উপজেলার মোট ৪০৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে অধিকাংশ বিদ্যালয়গৃহের অবস্থা জরাজীর্ণ। প্রায় প্রতিটি স্কুলেই প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্রের অভাব রহিয়াছে। কোন কোন স্কুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নাই। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কোন কোন স্কুল মেরামতের ব্যবস্থা না হওয়ায় গাছ তলায় অথবা কোন ব্যক্তির বৈঠকখানায় ঐ সকল স্কুলের ক্লাস চলিতেছে। এই সকল উপজেলার কোন কোন বিদ্যালয়ের পাকা ভবনে ফাটল ধরিয়াছে। অনেক স্কুলে খাবার পানি ও শৌচাগারের ব্যবস্থা নাই। শিক্ষা উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি, অভিভাবকদের আর্থিক সংকট ইত্যাদি কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে।

মাদারীপুর ঃ শিক্ষক স্বল্পতা, স্থান সংকুলান সমস্যা, আসবাবপত্রের অভাব, জরাজীর্ণ স্কুলগৃহ এবং শিক্ষা উপকরণের অভাবে মাদারীপুর পৌর এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে। পৌর এলাকায় আরও দুইটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের দাবী দীর্ঘদিনের। মাদারীপুর পৌর এলাকায় ১১টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করিয়া আসিতেছে। কুলপদ্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নাই। পৌর অফিস সংলগ্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে প্রয়োজনীয় বেঞ্চের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের দাঁড়াইয়া ক্লাস করিতে দেখা যায়। বিদ্যালয় সংলগ্ন পুকুর পাড়ে বেড়া না থাকায় অসতর্ক মুহূর্তে ছাত্র-ছাত্রীদের পানিতে পড়িয়া যাওয়ার আশংকা রহিয়াছে। পুরান শহর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থান সংকুলান সমস্যা প্রকট। স্কুলে আসবাবপত্রের অভাব রহিয়াছে। চরমুগরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের মাটিতে বসিয়া ক্লাশ করিতে হয়। দরগা শরীফ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও থানতলী প্রাথমিক বিদ্যালয় ২টি নির্মাণাধীন রহিয়াছে। বিদ্যালয় দুইটিতে আসবাব পত্রের অভাব রহিয়াছে। চরমুগরিয়া ১ ও ২ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্রের অভাব রহিয়াছে। পৌর এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যানুযায়ী একশত ২ জন শিক্ষকের প্রয়োজন। সেখানে বর্তমানে প্রায় ৭৪ জন শিক্ষক রহিয়াছেন। ১১টি স্কুলেই কমবেশী শিক্ষা উপকরণের অভাব রহিয়াছে।

পঞ্চগড়

পঞ্চগড় জেলার ৫টি উপজেলায় ৫৯টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দীর্ঘদিনেও সরকারীকরণের অভাবে স্কুলগুলি টিকাইয়া রাখা মুশকিল হইয়া পড়িয়াছে। এলাকার বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ও সমাজসেবীদের চেষ্টায় স্কুলগুলি চলিয়া আসিতেছে। এই সকল স্কুলে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করিতেছে। কোন কোন স্কুলের বয়স ৩৫/৪০ বছর পার হইয়া গিয়াছে। স্কুলগুলিতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাব রহিয়াছে।

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) ঃ কালিয়াকৈর উপজেলার ১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় দশ হইতে বিশ বছর ধরিয়া বেসরকারীভাবে চলিয়া আসিতেছে। বিদ্যালয়গুলি আজও সরকারীকরণ করা হয় নাই। কাচিঘাটা, দরবাড়িয়া, আকলিচালা, বাননারা, কালামপুর, আমদাইর, রতনপুর, শ্রীপুর, মাথালিয়া, বারবাড়িয়া, মুরাদপুর, ভুলুয়া প্রভৃতি ১৪টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ জানান, তাহারা দশ হইতে বিশ বছর যাবৎ বিনা বেতনে কাজ করিতেছেন। কিছু ক্লাব বা গ্রাম কর্তৃপক্ষ কিছু কিছু স্কুলের খরচ আংশিক প্রদান করিলেও বেশীর ভাগ শিক্ষক বিনা বেতনে কাজ চালাইয়া যাইতেছেন।

ফেনী

সোনাগাজী উপজেলার চর চান্দিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহটি পাকিস্তান আমলে পাকা করার কাজ শুরু হইলেও আজও কাজ পুরাপুরি সমাপ্ত হয় নাই। ক্রমে ক্রমে বিদ্যালয় গৃহটি জরাজীর্ণ হইয়া পড়ে। '৮৭ সালে বিদ্যালয় গৃহ ব্যবহারের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে একটি ভাড়া করা গৃহে কোন রকমে স্কুলের কাজ চলিতেছে। পূর্বের স্কুল গৃহটি মেরামতের কোন ব্যবস্থা আজও হয় নাই।

গোপালগঞ্জ ঃ গোপালগঞ্জ জেলায় ৫১৭টি সরকারী ও ৯৬টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, ইতিপূর্বে ঝড় ও বন্যায় জেলার ৫০২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্পূর্ণ অথবা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত অধিকাংশ বিদ্যালয় আজও মেরামত ও পুনঃ নির্মাণের ব্যবস্থা হয় নাই। ফলে, ঐ সকল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া দারুণভাবে ব্যাহত হইতেছে। কোন কোন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা উন্মুক্ত আকাশের নীচে বসিয়া লেখাপড়া করিতেছে।

লালমনিরহাট ঃ মোগলহাট ইউনিয়নের কর্নপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুইজন শিক্ষকের মধ্যে বর্তমানে একজন পঙ্গু হইয়া পড়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হইতেছে।

এই বিদ্যালয়ে প্রায় ১৫০শত ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে। পঙ্গু শিক্ষক বহুকষ্টে লাঠি ভর করিয়া বিদ্যালয়ে আসেন।

গোপালদিবাজার ঃ (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা জানান, আড়াইহাজার উপজেলার সদাসদী ইউনিয়নের রামচন্দ্রী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা কয়েক মাস ধরিয়া গাছতলায় অথবা উন্মুক্ত আকাশের নীচে ক্লাস করিতেছে। গত ২৫শে মে নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, জেলা সহকারী প্রকৌশলী এবং আড়াইহাজার উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ স্কুলটি পরিদর্শন করিয়া স্কুলগৃহ ব্যবহারের অযোগ্য ঘোষণা করেন। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, বিদ্যালয়ের একাংশের দেয়াল ধসিয়া গিয়াছে। অন্যান্য দেয়ালে ফাটল ধরিয়াছে। সিলিং-এর অবস্থা শোচনীয়। ছাদ দিয়া বৃষ্টির পানি পড়ে, যেকোন মুহূর্তে বিদ্যালয়গৃহ ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। কাজেই বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করিয়া পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হইল। স্কুলগৃহটি পরিত্যক্ত ঘোষণার পর কয়েক শত ছাত্র-ছাত্রী মাঠে এবং গাছতলায় ক্লাস করিতেছে। বৃষ্টি নামিলে ক্লাস বন্ধ হইয়া যায়। এখনও বিদ্যালয়টি মেরামতের কোন ব্যবস্থা হয় নাই।